লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংবিধানিক সম্পর্ক লেখ। (১০)

Answer: যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রীতিনীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েতের দুটি কক্ষ সমক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার কক্ষদুটির ক্ষমতাও সমান। এছাড়া প্রায় প্রত্যেক দেশের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার একটি কক্ষ অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম রাজ্যসভা ও নিম্নকক্ষ লোকসভা, সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুসারে যদিও লোকসভা প্রকৃত পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী তথাপি রাজ্যসভাও একেবারে ক্ষমতাহীন নয়।

লোকসভা ও রাজ্যসভার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি কতিপয় দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে—

Scanned with CamScanner

(i) লোকসভা ও রাজ্যসভার কতকগুলি ক্ষেত্রে ক্ষমতা সমান।

(ii) কতকগুলি ক্ষেত্রে লোকসভা থেকে রাজ্যসভা অধিক ক্ষমতা ভোগ করে।

(iii) আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্যসভার থেকে লোকসভা বেশি ক্ষমতা ভোগ করে।

(i) লোকসভা ও রাজ্যসভার ক্ষমতা সমান :-

ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় লোকসভা ও রাজ্যসভা কয়েকটি ক্ষেত্রে সমক্ষমতাসম্পন্ন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে, রাষ্ট্রপতির অপসারণ, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ, মুখ্য নির্বাচনী অফিসার, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক প্রমুখ পদাধিকারী ব্যক্তিদের অপসারণ, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের সভাপতি ও সদস্যদের অপসারণ, সাধারণ আইন প্রণয়ন, জরুরী অবস্থায় অনুমোদন, সংবিধান সংশোধন প্রভৃতি বিষয়ে উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমান, ১৯৭০ সালে রাজন্য ভাতা বিলোপ এবং ১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধনের পাঁচটি ধারা রাজ্যসভা বাতিল করে দেয়। উভয় কক্ষই সভার অধিকার ভঙ্গের কারণে সভার সদস্য ও বহিরাগতকে শাস্তি দিতে পারে, তাছাড়া বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট ও আলোচনা বিচার বিবেচনার জন্য উভয় কক্ষের কাছে পেশ করা যেতে পারে।

(ii) লোকসভা অপেক্ষা রাজ্যসভার ক্ষমতা অধিক :-

রাষ্ট্রপরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্যসভা লোকসভা থেকে অধিক ক্ষমতা ভোগ করে।

(i) পার্লামেন্টে ক্ষমতা সম্প্রসারণ :-

সংবিধানের ২৪৯ নং ধারা অনুসারে রাজ্যসভা যদি উপস্থিত ও ভোটদানকারী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করা উচিত তাহলে পার্লামেন্ট সে বিষয়ে আইন

Scanned with CamScanner

প্রয়োজন করতে পারে, এক্ষেত্রে লোকসভার কোনো ক্ষমতা নেই।

(ii) সর্বভারতীয় চাকুরির সৃষ্টি :-

নতুন সর্বভারতীয় চাকুরি সৃষ্টির ব্যাপারে রাজ্যসভার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। রাজ্যসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের $\frac{2}{3}$ অংশ সদস্যের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, জাতীয় স্বার্থে সংসদের এক বা একাধিক সর্বভারতীয় চাকরি সৃষ্টি করার দরকার পার্লামেন্ট আইনের সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে লোকসভার কোন ক্ষমতা নেই।

(iii) স্থায়ী কক্ষ :-

লোকসভার কার্যকাল ৫ বছর। এই কার্যকাল শেষ হবার আগেও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন কিন্তু রাজ্যসভা একটি স্থায়ী কক্ষ। রাজ্যসভা ভেঙে দেওয়া যায় না। এদিক থেকে রাজ্যসভার গুরুত্ব ও মর্যাদাকে অস্বীকার করা যায় না।

(iii) রাজ্যসভার অপেক্ষা লোকসভার ক্ষমতা অধিক :-

রাষ্ট্রপরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যসভার থেকে লোকসভা অধিক ক্ষমতা ভোগ করে।

(i) শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ :-

ভারতের শাসনব্যবস্থা সংসদীয় বা মন্ত্রীসভাশাসিত। সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুসারে এখানে মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতার নীতি স্বীকৃত। সংবিধানের ৭৫(৩) নং ধারা অনুসারে মন্ত্রীসভা কেবলমাত্র লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। মন্ত্রীসভার গঠন, স্থিতি ও অপসারণের যাবতীয় ক্ষমতা লোকসভার। এব্যাপারে রাজ্যসভার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। মন্ত্রিসভা গঠিত হয় লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ

Scanned with CamScanner

না হলে বা লোকসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। রাজ্যসভার অনাস্থা প্রস্তাবে কিছু এসে যায় না। মন্ত্রীসভা রাজ্যসভার কোন প্রস্তাব মানতে বাধ্য নয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যকরী ক্ষমতা রাজ্যসভার নেই, যাবতীয় ক্ষমতা লোকসভার।

(ii) অর্থবিল :—

অর্থবিলের ব্যাপারে যাবতীয় ক্ষমতা লোকসভার হাতে ন্যস্ত আছে। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে রাজ্যসভার হাতে কোন কার্যকরি ক্ষমতা নেই। সংবিধান অনুসারে অর্থবিল বা অর্থসংক্রান্ত বিল বা এদের সংশোধনকে রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। এই বিল কেবলমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপন করা যায়। কোন বিল অর্থবিল কিনা এ বিষয়ে লোকসভার স্পিকার বা অধ্যক্ষ সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। অর্থবিল লোকসভায় পাশ হবার পর তা রাজ্যসভার কাছে সুপারিশের জন্য পাঠানো হয়। পাঠানোর ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা যদি কোন সুপারিশ না করে বা সুপারিশ করলে তা যদি লোকসভা প্রত্যাখ্যান করে, তবে বিলটি গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে এবং রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর সাপেক্ষে তা আইনে পরিণত হবে। এছাড়া ব্যয় দাবী, বিনিয়োগ মঞ্জুর, বিল পাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে লোকসভার ক্ষমতাই অধিক।

(iii) সাধারণ বিল :—

সাধারণ বিল পাশের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার সমান ক্ষমতার অধিকারী। এই বিল উভয়কক্ষেই উত্থাপন করা যায়। আবার বিল পাশের ক্ষেত্রে উভয়কক্ষের অনুমোদনও আবশ্যক। কিন্তু বাস্তবে সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে লোকসভা অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। কোন সাধারণ বিল সম্পর্কে উভয় কক্ষের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। অচলাবস্থা নিরসনের জন্য রাষ্ট্রপতি যে অধিবেশন আহ্বান করেন তাতে সভাপতিত্ব করেন লোকসভার

Scanned with CamScanner

বিধানসভার। এক্ষেত্রে রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভার সদস্য সংখ্যা বেশী। তাই স্বাভাবিকভাবে সাংসদের যুগ্ম অধিবেশনে লোকসভার সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

মূল্যায়ন :

রাজ্যসভা ও লোকসভা উপরে বর্ণিত ক্ষমতাবলী বা কার্যাবলী আলোচনা থেকে কখনই আমরা আমাদের রাজ্যসভাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের মত ক্ষমতাশালী দ্বিতীয় কক্ষ বা কানাডার সিনেট ও ব্রিটেনের লর্ডসভার মত দুর্বলতম কক্ষ বলতে পারি না। সংবিধানগত ও কাগজকলমে লোকসভা ও রাজ্যসভাকে উভয়েই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। যেমন রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে একথা বলতে পারি। কিন্তু বাস্তব দিক সেকথা বলে না। রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে যেমন প্রধানমন্ত্রী তার সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন, তেমনি লোকসভাও রাজ্যসভার নাম দিয়ে সমস্ত প্রধান প্রধান ক্ষমতাগুলিকে ভোগ করে থাকে, যেমন সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে যুগ্ম অধিবেশনের মাধ্যমে লোকসভা তার মত রাজ্যসভার উপর চাপিয়ে দেয়, অর্থবিলের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। বাকী ক্ষমতাগুলি রাজ্যসভা পরিস্থিতি কখন কী উদ্ভুত হবে, তার উপর নির্ভর ভোগ করতে সমর্থ হয়। বলা যেতে পারে লোকসভা যা পাকা করে পাঠায় রাজ্যসভা তা দাগে দাগ বুলিয়ে দেয়। এই দিক দিয়ে লোকসভা রাজ্যসভা অপেক্ষা প্রকৃত ক্ষমতাশালী ও সার্বভৌম।

এই সব কারণে রাজ্যসভার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৪ সালে লোকসভা, রাজ্যসভার দ্রুত অবলুপ্তির উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব উঠেছিল। কিন্তু সুধীজনের বিশ্বাস হল যতক্ষণ না গণতন্ত্র দ্বিতীয় কক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করছে ততক্ষণ সংসদে দ্বিতীয় কক্ষ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় কক্ষের অবলুপ্তি ঘটালে গণতন্ত্রে সমতা হবে না। আজ পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভার দুটি সদন গণতান্ত্রিক আদর্শ ও পদ্ধতি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, কোথাও এই সদনটি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী আবার কোথাও এই সদনটি অত্যন্ত দুর্বলতর।

Scanned with CamScanner